বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
BANGLADESH COMPUTER SAMITY
12th floor, Sonartori Tower, Plot # 12, Biponon C/A, Sonargaon Road, Dhaka 1000, Bangladesh

২০১০ - ২০১১ মেয়াদকালের কার্যনির্বাহী কমিটি'র ২য় সভার কার্যবিবরণী

স্থান : বিসিএস কার্যালয়

তারিখ : শনিবার, ৯ জানুয়ারি ২০১০

সময় : বিকাল ৬:০০মি.

সভাপতি : জনাব মোস্তাফা জব্বার

উপস্থিতি:

জনাব কাজী আশরাফুল আলম	-	সহ-সভাপতি
জনাব মজিবুর রহমান স্বপন	-	মহাসচিব
জনাব নাজমুল আলম ভূঁইয়া (জুয়েল)	-	যুগ্ম-মহাসচিব
জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান	-	কোষাধ্যক্ষ
জনাব মোঃ শাহিদ-উল-মুনীর	-	পরিচালক
জনাব ইউসুফ আলী শামীম	-	পরিচালক

বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত:

জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	-	সাবেক মহাসচিব
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	-	চেয়ারম্যান, খুলনা শাখা কমিটি
জনাব শেখ শাহীনুর আলম সিদ্দিকী	-	ভাইস-চেয়ারম্যান, খুলনা শাখা কমিটি
জনাব আহমেদ কবির	-	ট্রেজারার, খুলনা শাখা কমিটি
জনাব এস.এম মনিরুল ইসলাম	-	সেক্রেটারি, খুলনা শাখা কমিটি
জনাব শেখ শহিদুল হক সোহেল	-	জয়েন্ট-সেক্রেটারি, খুলনা শাখা কমিটি
জনাব মুন্সি আরিফুজ্জামান	-	সদস্য, খুলনা শাখা কমিটি

সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

১. বিগত ২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন
২. বিগত কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলির অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরিচালকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ
৩. বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০ আয়োজন প্রসঙ্গে
৪. অ্যাসোসিও মাল্টিল্যাটার‍্যাল ট্রেড ভিজিট ২০১০ আয়োজন প্রসঙ্গে
৫. বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো খুলনা ২০১০ আয়োজন প্রসঙ্গে
৬. সমিতিতে সদস্যপদে ভর্তির নিয়ম-কানুন প্রসঙ্গে
৭. বিবিধ

সভাপতি ২০১০-১১ মেয়াদকালের জন্য নির্বাচিত সমিতির পরিচালকবৃন্দ, সাবেক মহাসচিব জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম এবং খুলনা শাখা কমিটির সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তাবলি গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-১ : বিগত ২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

আলোচনা : সভাপতি বিগত ২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী আজকের সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে সভাপতি পরিচালকদের মতামত জানতে চাইলে এটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে সবাই মত পেশ করেন। এতে সভাপতি উক্ত কার্যবিবরণী অনুমোদিত বলে সভায় ঘোষণা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত : বিগত ২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : বিগত কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলির অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরিচালকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ

আলোচনা : সভাপতি পরিচালকদের নিকট তাদের কর্মকাণ্ডের বিবরণী পেশ করার জন্য অনুরোধ জানান। এতে সভাপতি নিজে তার নিম্নলিখিত কার্যবিবরণী পেশ করেন:

সভাপতির কর্মকাণ্ড

২ - ৯ জানুয়ারি ২০১০

৩ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে সভাপতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ই-পেমেন্ট গেটওয়ে সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদানকারী কমিটির সভায় যোগদান করেন। ৫ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে তিনি ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সভাপতি উক্ত অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবেও উপস্থিত থাকেন। ৬ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে সভাপতি জে.এ.এন. এসোসিয়েটস-এর ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে অ্যাসোসিও'র ডেপুটি প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল্লাহ্ এইচ কাফীর সাথে অ্যাসোসিও মাল্টিল্যাটার‍্যাল ট্রেড ভিজিট আয়োজনের বিষয় নিয়ে এক আলোচনায় মিলিত হন। বিসিএস-এর সহ-সভাপতি জনাব কাজী আশরাফুল আলম এবং মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপনও এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ৮ জানুয়ারি ২০১০ সকালে সভাপতি টঙ্গীর সিরাজউদ্দিন সরকার স্কুলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে

বক্তব্য রাখেন এবং পরে গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুরস্থ ব্র্যাক ম্যানেজমেন্ট সেন্টারে ক্যানন বার্ষিক দিবস ২০১০-এ অংশগ্রহণ করেন।

আলোচ্যসূচি-৩ : বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০ আয়োজন প্রসঙ্গে

আলোচনা : বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০ আয়োজন বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করে সভাপতি বলেন, উক্ত প্রদর্শনীর সফলতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে তা উদ্বোধন করা প্রয়োজন। তিনি জানান, আগামী ১০ - ১৩ জানুয়ারি ২০১০ সময়কালে রাষ্ট্রীয়ভাবে ভারত সফরকালে তাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সফরসঙ্গী হিসেবে মনোনীত করেছেন। সভাপতি বলেন, উক্ত সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার সরাসরি আলাপ করার সুযোগ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ সময় তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসেবে আগামী মার্চ মাসের সুবিধা মত কোন এক তারিখে বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০ উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ জানাবেন। পরিচালক জনাব মোঃ শাহিদ-উল-মুনীর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, প্রদর্শনীকে লাভজনক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে প্রযুক্তির পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের মাধ্যমে বাজার সৃষ্টি এবং ব্যবহার বৃদ্ধি কীভাবে হতে পারে সেদিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করেন। মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন বলেন, বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০-এর প্রতি স্পন্সরদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার যে একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করার কথা ছিল সেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে নিশ্চয়তা প্রদান করার পর তৈরি করা যুক্তিযুক্ত। এ ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করেন। তিনি সভায় অবহিত করেন, আজ (৯ জানুয়ারি ২০১০) কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি সমিতির চীফ অপারেটিং অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা শেরাটনে অনুষ্ঠানরত রিহ্যাব হাউজিং ফেয়ার প্রাঙ্গন সরেজমিনে ঘুরে দেখে এসেছেন। এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, উক্ত স্থানে বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০ এবং অ্যাসোসিও মাল্টিলেটারাল ট্রেড ভিজিট ২০১০ একই সাথে আয়োজন করা সম্ভব। সেমতে, উক্ত হোটেলের প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় স্থানগুলো আগামী ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে বুকিং দিয়ে আসা হয়েছে। মহাসচিব অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সাথে সাযুজ্য রেখে বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০ আয়োজন করা উচিত। এসব ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত :

- ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরসকালে সমিতির সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আগামী মার্চ মাসের কোন এক সুবিধা মত তারিখে বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০ উদ্বোধন করার অনুরোধ জানাবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- প্রদর্শনীকে লাভজনক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে প্রযুক্তির পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের মাধ্যমে বাজার সৃষ্টি এবং ব্যবহার বৃদ্ধি কীভাবে হতে পারে সেদিকে নজর দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০ উদ্বোধন করতে নিশ্চয়তা প্রদান করার পর স্পন্সরদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধনের সম্মতি জ্ঞাপন সাপেক্ষে ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল ২০১০ ঢাকা শেরাটন হোটেলে বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০ আয়োজন করা যেতে পারে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সাথে সাযুজ্য রেখে বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০

আয়োজন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ : অ্যাসোসিও মাল্টিল্যাটার‌্যাল ট্রেড ভিজিট ২০১০ আয়োজন প্রসঙ্গে

আলোচনা : সভাপতি অ্যাসোসিও মাল্টিল্যাটার‌্যাল ট্রেড ভিজিট ২০১০ আয়োজনের ব্যাপারে পরিচালকদের মতামত জানতে চান। এতে বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০ আয়োজনের সময়সাময়িককালে অ্যাসোসিও মাল্টিল্যাটার‌্যাল ট্রেড ভিজিট ২০১০ আয়োজনের পক্ষে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত : বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১০ আয়োজনের সময়সাময়িককালে অ্যাসোসিও মাল্টিল্যাটার‌্যাল ট্রেড ভিজিট ২০১০ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৫ : বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো খুলনা ২০১০ আয়োজন প্রসঙ্গে

আলোচনা : সভাপতি বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো খুলনা ২০১০ আয়োজনের বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সমিতির খুলনা শাখা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল ইসলামকে অনুরোধ জানান। এতে জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম সভায় অবহিত করেন, আগামী ১৭ - ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সময়কালে খুলনাস্থ হোটেল টাইগার গার্ডেনে বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো খুলনা ২০১০ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি সম্পর্কে খুলনার সর্বস্তরের জনসাধারণকে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এই প্রদর্শনী আয়োজিত হতে যাচ্ছে। তিনি এ অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনের ব্যাপারে কার্যনির্বাহী কমিটির সার্বিক সহায়তা কামনা করেন। মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন প্রদর্শনীর একটি পূর্ণ পরিকল্পনা উপস্থাপনের জন্য জনাব মোঃ নুরুল ইসলামের প্রতি অনুরোধ জানান। এতে জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম জানান, প্রদর্শনীতে সর্বমোট ৪০টি স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হবে । এর মধ্যে খুলনার স্থানীয় ২০টি এবং ঢাকা থেকে ২০টি কোম্পানি এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করবে বলে আশা যাচ্ছে। তিনি জানান, ইতোমধ্যে তারা যোগাযোগ করে ৫টি সম্ভাব্য স্পন্সরের নিকট থেকে সাড়া পেয়েছেন। সভাপতি খুলনা শাখা কমিটির প্রদর্শনী আয়োজনে তাদের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, উক্ত প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যাপারে কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নোক্তভাবে সহায়তা করতে পারে:

- প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদেরকে অনুরোধ জানানো;
- আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- প্রকাশনা সংক্রান্ত সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

পরিচালক জনাব মোঃ শাহিদ-উল-মুনীর বলেন, কার্যনির্বাহী কমিটির তরফে সরেজমিনে খুলনা গিয়ে প্রদর্শনীর জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করে সেখানে বসে প্রদর্শনী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, উক্ত প্রদর্শনীতে যাতে করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ডিজিটাল জীবনধারাভিত্তিক কলাকৌশল প্রদর্শিত হয় সেদিকে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলেন, কার্যনির্বাহী কমিটির তরফে খুলনা শাখা কমিটির সাথে উক্ত প্রদর্শনী আয়োজনে সমন্বয় করার জন্য একটি টীম গঠন করা প্রয়োজন। প্রাক্তন মহাসচিব জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, খুলনায় অতীতে আয়োজিত প্রদর্শনীগুলো কেন সফল হয়নি তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। যেসব অসুবিধার কারণে আগের প্রদর্শনীগুলো সেখানে সফল হয়নি সেগুলো দূর করতে পারলে খুলনায় প্রদর্শনী অবশ্যই সফল হবে। সভাপতি বলেন, মূলত যেসব কারণে খুলনায় অতীতে প্রদর্শনীগুলো সফল হয়নি সেসবের মধ্যে রয়েছে প্রদর্শনীর জন্য যথোপযুক্ত স্থান নির্ধারণের সমস্যা, প্রদর্শনী সম্পর্কে খুলনাবাসীর

মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি না করা, সেখানে কম্পিউটার মার্কেট সেগমেন্ট বিবেচনায় না নেওয়া ইত্যাদি। তিনি বলেন, প্রদর্শনীর সফলতার সবচেয়ে বড় মাফকাঠি হচ্ছে এতে দর্শনার্থীর সংখ্যা - যা খুলনার অতীত প্রদর্শনীগুলোতে আশাব্যঞ্জক ছিল না। তিনি প্রস্তাব করেন, খুলনায় প্রদর্শনী আয়োজনের আগে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ২-৩টি সেমিনার আয়োজন করা প্রয়োজন। এ প্রস্তাবে সকলে সায় প্রদান করেন। সহ-সভাপতি জনাব কাজী আশরাফুল আলম বলেন, খুলনায় অতীত প্রদর্শনীগুলো আয়োজনের সময় গণমাধ্যমে প্রচারণা খুব দুর্বল ছিল বিধায় সেসব প্রদর্শনী সফল হয়নি। তিনি খুলনায় আসন্ন প্রদর্শনীর জন্য গণমাধ্যমে অধিক প্রচারণা চালানোর প্রস্তাব রাখেন। এতে সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করেন। পরিচালক জনাব মোঃ শাহিদ-উল-মুনীর বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বড় বড় কোম্পানি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য সিজন টিকেটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন স্থানীয়ভাবে ক্যাবল টিভিতে বিজ্ঞাপনদানের প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে সকলে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সভাপতি বলেন, খুলনায় প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য একটি মিডিয়া পার্টনার থাকা বাঞ্চনীয়। এতে সবাই সায় প্রদান করেন। পরিচালক জনাব ইউসুফ আলী শামীম বলেন, অতীতে খুলনায় প্রদর্শনী আয়োজনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সে কারণে সেখানে প্রদর্শনী তেমনটা সফল হয়নি। খুলনা শাখা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম বলেন, খুলনার প্রদর্শনীর ব্যাপারে অতীতে মূল সমস্যা ছিল সেখানে প্রদর্শনী আয়োজনে মানসম্পন্ন স্থানের অভাব। তিনি বলেন, এবার হোটেল টাইগার গার্ডেন প্রদর্শনীর স্থান হিসেবে নির্ধারণ করায় সে সমস্যা দূর হয়েছে বিধায় এখানে প্রদর্শনী সফল হবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। প্রাক্তন সহাসচিব জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, মেলার জন্য প্রণীতব্য বাজেট এবং এর থেকে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি না থাকতে পারে। কিন্তু সেদিকটি বিবেচনায় না নিয়ে প্রদর্শনীর সফলতার জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি টিভি চ্যানেল ও অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রচারণা চালানো উচিত। প্রদর্শনীর বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য খুলনাস্থ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে এসে কম্পিউটার এবং ডিজিটাল প্রদর্শনীতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। যুগ্ম-মহাসচিব জনাব নাজমুল আলম ভূঁইয়া (জুয়েল) বলেন, প্রদর্শনীতে প্রযুক্তিগত দিক ছাড়াও অন্যান্য বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন, যেমন- প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে। তিনি খুলনা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রদর্শনীর উপর বিলবোর্ড এবং ফেস্টুন টানানোর প্রস্তাব করেন। সহ-সভাপতি জনাব কাজী আশরাফুল আলম বলেন, প্রদর্শনী প্রাঙ্গনে দর্শনার্থীদের জন্য ফুডকোর্টের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন বলেন, প্রদর্শনীতে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং টিকেটের উপর র‌্যাফেল ড্র পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খুলনা শাখা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম বলেন, প্রদর্শনী আয়োজনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহায়তার চেয়ে নীতি নির্ধারণী ও ব্যবস্থাপনার পর্যায়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সম্পৃক্ততা অধিক গরুত্বপূর্ণ। সভাপতি প্রস্তাব করেন, বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো খুলনা ২০১০-এর কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির তরফে সহ-সভাপতি জনাব কাজী আশরাফুল আলম কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করবেন। এ কাজে তিনি প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য পরিচালকদের সহায়তা গ্রহণ করবেন। সভাপতি আরও প্রস্তাব করেন, খুলনার প্রদর্শনীর জন্য একটি মাস্টার ডিজাইন এবং যুতসই থীম থাকা প্রয়োজন। মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন এ ব্যাপারে আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে একটি প্রাথমিক ধারণা প্রদান করবেন বলে তিনি প্রস্তাব করেন। এতে সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত :

- আগামী ১৭ - ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সময়কালে খুলনার হোটেল টাইগার গার্ডেনে অনুষ্ঠিতব্য বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো খুলনা ২০১০ কার্যনির্বাহী কমিটির তরফে নিম্নলিখিতভাবে

সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ➢ প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদেরকে অনুরোধ জানানো;
- ➢ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- ➢ প্রকাশনা সংক্রান্ত সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

- খুলনায় প্রদর্শনী আয়োজনের আগে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সেখানে ২-৩টি সেমিনার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- খুলনায় আসন্ন প্রদর্শনীর জন্য গণমাধ্যমে অধিক প্রচারণা চালানো এবং স্থানীয়ভাবে ক্যাবল টিভিতে বিজ্ঞাপনদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- প্রদর্শনীর বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য খুলনাস্থ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- প্রদর্শনীতে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং টিকেটের উপর র‌্যাফেল ড্র পুরস্কারের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো খুলনা শাখা ২০১০-এর কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির তরফে সহ-সভাপতি জনাব কাজী আশরাফুল আলম কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ কাজে তিনি প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য পরিচালকদের সহায়তা গ্রহণ করবেন।
- আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে খুলনার প্রদর্শনীর জন্য একটি মাস্টার ডিজাইন এবং একটি যুতসই থীমের একটি প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির তরফে মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন এ কাজ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-৬ : সমিতিতে সদস্যপদে ভর্তির নিয়ম-কানুন প্রসঙ্গে

আলোচনা : সদস্যপদ উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব কাজী আশরাফুল আলম সমিতিতে সদস্যপদ ভর্তির নিয়ম-কানুন বিষয়ে উক্ত উপ-কমিটির প্রস্তাবাবলি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করেন (কপি সংযুক্ত)। এ ব্যাপারে সভাপতি পরিচালকদের মতামত জানতে চাইলে সামান্য পরিবর্তনসহ এটি গ্রহণীয় বলে সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত : সদস্যপদ উপ-কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবাকারে উপস্থাপিত সমিতিতে সদস্যপদে ভর্তির নিয়ম-কানুন (সংযুক্তি-১) অনুমোদিত বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৭ : বিবিধ

আলোচনা :

- সভাপতি সভায় অবহিত করেন, আগামী ১০-১৩ জানুয়ারি ২০১০ সময়কালে ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে সফরসঙ্গী হিসেবে মনোনীত করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি পরিচালকদের মতামত জানতে চান। এতে সভার তরফে এ জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মত প্রকাশ করা হয়। মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন উক্ত সফরে সভাপতিকে তার পরিকল্পনার বিষয়ে বলার জন্য অনুরোধ জানান। এতে সভাপতি বলেন, উক্ত সফরের ৩য় দিনে, অর্থাৎ ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে ভারতের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনার উপর একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হবে। এতে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাত এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির বিষয়ে বর্ণনা থাকবে।

- যুগ্ম-মহাসচিব জনাব নাজমুল আলম ভূঁইয়া (জুয়েল) সভাপতির ভারত সফরের বিমান ভাড়া এবং হোটেল ভাড়া সমিতি থেকে নির্বাহ করার প্রস্তাব করেন। এতে পরিচালকবৃন্দ একমত পোষণ করেন।
- সভাপতি সমিতির কর্মকাণ্ডকে বেগবান করার জন্য পরিচালকদেরকে নিয়মিত ই-মেইল আদান-প্রদান ও চেক করার অনুরোধ জানান। এতে সকলে ইতিবাচক সাড়া প্রদান করেন।
- খুলনা শাখা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম বলেন, উক্ত শাখার জন্য একটি ব্যাংক হিসাব খোলা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সহায়তা কামনা করেন। এতে সভাপতি বলেন, সমিতির সংঘবিধি ও শাখা কমিটির উপবিধিতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে শাখা কমিটির জন্য কীভাবে ব্যাংক একাউন্ট খোলা এবং পরিচালনা করা যাবে। তিনি উক্ত সংঘবিধি ও উপবিধি সরবরাহের জন্য চীফ অপারেটিং অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করেন।
- প্রাক্তন মহাসচিব জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, যারা সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হন তারা মূলত স্বেচ্ছামূলক অবদান রাখার মনোভাব নিয়ে এখানে আসেন। মূল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয় সমিতির সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে। তাদের সাথে সকলের সুব্যবহারসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং চাকুরীর স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তার উপর সচিবালয়ের কাজের গুণগতমান নির্ভরশীল। তিনি বলেন, সচিবালয়ে যারা কর্মরত রয়েছেন তারা সবসময়ই কাজের চাপে ব্যস্ত থাকেন। তাই কখনো কখনো ভুল-ত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এসব সুধরে নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাই বাঞ্ছনীয়। তাহলেই বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি খুব শীঘ্রই দেশের এক নম্বর বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।
- মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন বলেন, প্রাক্তন মহাসচিবসহ তিনি সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে অনতিবিলম্বে একটি সভা করার পরিকল্পনা করেছেন।
- সভাপতি পরিচালকদেরকে সমমূলধন উদ্যোক্তা তহবিল হতে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সদস্যদেরকে উৎসাহিত করার অনুরোধ জানান।
- পরিচালক জনাব মোঃ শাহিদ-উল-মুনীর সভাপতির নিকট জানতে চান, সম্প্রতি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে সমিতির কতিপয় সদস্যের যে তালিকাটি প্রেরণ করা হয়েছে তা কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এতে সভাপতি বলেন, মূলত যারা কম্পিউটার আমদানি এবং টেন্ডারের মাধ্যমে কম্পিউটার সরবরাহ করেন তাদের সম্ভাব্য একটি তালিকা প্রস্তুত করার জন্য তিনি চীফ অপারেটিং অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করেন। এ তালিকা মহাসচিব কর্তৃক নিরীক্ষিত হবার পর তিনি এটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে প্রেরণ করেন। এ ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করে সহ-সভাপতি জনাব কাজী আশরাফুল আলম বলেন, এ ধরনের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল পরিচালকদের মতামত নেওয়া বাঞ্চনীয়। এতে সকলে সায় প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত :

- আগামী ১০-১৩ জানুয়ারি ২০১০ সময়কালে ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিসিএস সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বারকে সফরসঙ্গী হিসেবে মনোনীত করেছেন বিধায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সভাপতির ভারত সফরের বিমান ভাড়া এবং হোটেল ভাড়া সমিতি কর্তৃক নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সমিতির কর্মকাণ্ডকে বেগবান করার জন্য পরিচালকবৃন্দ নিয়মিত ই-মেইল আদান-প্রদান ও চেক করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

- চীফ অপারেটিং অফিসার সমিতির সংঘবিধি এবং শাখা কমিটির উপবিধি খুলনা শাখা কমিটিকে সরবরাহ করবেন - যেসব ব্যবহার করে উক্ত শাখা কমিটি প্রয়োজন মত ব্যাংক একাউন্ট খুলতে এবং পরিচালনা করতে পারবে।
- সমিতির সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি সুব্যবহারসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং চাকুরীর স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তার মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করে কর্মকাণ্ডের গুণগত মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সমিতির প্রাক্তন মহাসচিব জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামসহ মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার নিমিত্তে অনতিবিলম্বে একটি সভা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- পরিচালকবৃন্দ সমমূলধন উদ্যোক্তা তহবিল হতে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সদস্যদেরকে উৎসাহিত করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সমিতির সদ্যসদের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল পরিচালকদের মতামত নেওয়া বাঞ্চনীয় বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোস্তাফা জব্বার
সভাপতি

সংযুক্তি-১ : ২০১০ - ২০১১ মেয়াদকালের সদস্যপদ উপ-কমিটি'র ১ম সভার কার্যবিবরণী

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
BANGLADESH COMPUTER SAMITY
12th floor, Sonartori Tower, Plot # 12, Biponon C/A, Sonargaon Road, Dhaka 1000, Bangladesh

সংযুক্তি-১

২০১০ - ২০১১ মেয়াদকালের সদস্যপদ উপ-কমিটি'র ১ম সভার কার্যবিবরণী

স্থান : বিসিএস কার্যালয়

তারিখ : শনিবার, ৯ জানুয়ারি ২০১০

সময় : বিকাল ৪:৩০মি.

সভাপতি : জনাব কাজী আশরাফুল আলম
চেয়ারম্যান, সদস্যপদ উপ-কমিটি

উপস্থিতি:

জনাব নাজমুল আলম ভূঁইয়া (জুয়েল)	-	সদস্য, সদস্যপদ উপ-কমিটি
জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান	-	সদস্য, সদস্যপদ উপ-কমিটি
জনাব ইউসুফ আলী শামীম	-	সদস্য, সদস্যপদ উপ-কমিটি

সদস্যপদ উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ও সভার সভাপতি জনাব কাজী আশরাফুল আলম উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এতে পর্যায়ক্রমে আলোচনা সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবালি সিদ্ধান্তাকারে গৃহীত হয়:

১. কোন কোম্পানির সমিতিতে সদস্যপদের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির ট্রেড লাইসেন্সে অথবা সংঘবিধিতে ব্যবসার ধরন হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি/কম্পিউটার ব্যবসা উল্লেখ থাকতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. সাধারণত কোন কোম্পানি সমিতিতে সদস্যপদের জন্য আবেদন করলে উক্ত কোম্পানির ট্রেড লাইসেন্সের ঠিকানা এবং ব্যবসায়িক ঠিকানা এক হওয়া প্রয়োজন। যদি কোন কারণে উক্ত দুই ঠিকানার মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির নিবন্ধনের ঠিকানায় প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং উক্ত ঠিকানা ঐ কোম্পানির দখলে আছে কিনা সেসবের দলিলপত্র, যেমন- আমদানি বা রপ্তানি বা টেন্ডার সংক্রান্ত কাগজপত্র, ভাড়ার চুক্তিপত্র, মালিকানার দলিল ইত্যাদি সদস্যপদ আবেদনপত্রের জমা দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. সদস্যপদের জন্য আবেদনপত্রটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখপূর্বক সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৩.১ বর্তমানে ব্যবহৃত আবেদনপত্রের বিকল্প প্রতিনিধির কোন ভূমিকা না থাকায় এর পরিবর্তে বিভিন্ন দাপ্তরিক প্রয়োজনে (যেমন: বাৎসরিক চাঁদা চাওয়া) যোগাযোগের জন্য নির্ধারিত বিকল্প ব্যক্তির নাম ও তথ্যের জন্য একটি কলাম সংযোজন করা যেতে পারে।

৩.২ হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ আয়কর প্রত্যায়নপত্র/ হালনাগাদ আয়কর প্রদানের রশিদ/ আয়কর সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণ, কোম্পানি প্রোফাইল, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটের মূল কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক।

৩.৩ ভ্যাট সার্টিফিকেট জমা দেয়া বাধ্যতামূলক নয়।

৩.৪ লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এবং সংঘস্মারক ও সংঘবিধি এবং অংশীদারী কোম্পানির ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব চুক্তিপত্র জমা দিতে হবে।

৩.৫ স্বত্বাধিকারী কোম্পানির ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীর নামে অথবা কোম্পানির নামে আয়কর প্রত্যায়নপত্র ও ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য। কিন্তু অংশীদারী কোম্পানি বা লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে আয়কর প্রত্যায়নপত্র ও ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট অবশ্যই কোম্পানির নামে হতে হবে।

৩.৬ কোম্পানির প্রতিনিধির দুই কপি পাসপোর্ট ছবি ও একটি বিজনেস কার্ড সংযুক্ত করতে হবে।

৩.৭ বর্তমানে ব্যবহৃত আবেদনপত্রের ২য় পৃষ্ঠায় 'শুধুমাত্র অফিসে ব্যবহারের জন্য' অংশটুকু বাদ দিয়ে সেখানে সদস্যপদের জন্য আবেদনের নিয়মাবলী সংযোজন করা যেতে পারে।

৪. সমিতি'র সচিব ও চীফ্ অপারেটিং অফিসার বীরেন্দ্র নাথ অধিকারী প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নতুন আবেদনপত্রের একটি নমুনা সদস্যপদ উপ-কমিটি'র সবাইকে ই-মেইল মারফত প্রেরণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫. কোন আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হলে তা সম্পূর্ণ করার জন্য বিসিএস সচিবালয় থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা যাবে, কিন্তু আবেদনকারীকেই তা সম্পূর্ণ করতে হবে এবং কোন প্রকার অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বিসিএস সচিবালয় কর্তৃক গ্রহণ করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬. সদস্যপদ উপ-কমিটি'র পক্ষ থেকে বিসিএস সচিবালয়ের অফিসার পর্যায়ের কেউ সমিতিতে সদস্যপদের জন্য আবেদনকারী কোম্পানি সরেজমিনে পরিদর্শন করে রিপোর্ট দাখিল করবেন। সরেজমিনে পরিদর্শন ব্যতীত ঢাকা মহানগরস্থ আবেদনকারী কোন কোম্পানির সদস্যপদ অনুমোদিত হবে না। প্রয়োজনে উপ-কমিটি'র যে কোন সদস্য সমিতিতে সদস্যপদের জন্য আবেদনকারী কোম্পানি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।।

৭. ঢাকার বাইরে খুলনা এবং সিলেট বিভাগ থেকে সদস্যপদের জন্য আবেদনকারী কোম্পানিগুলোকে যথাক্রমে বিসিএস-এর খুলনা এবং সিলেট শাখা কমিটির সুপারিশ নিতে হবে। বিভাগীয় শহরের বাইরে (বিভাগের সদর জেলা ব্যতীত অন্য জেলা) আবেদনকারী কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে ঐ শাখা কমিটির কোন সদস্য যদি সেখানে অবস্থান করেন তবে সদস্যপদ উপ-কমিটির চেয়ারম্যান এবং শাখা কমিটির চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রেমে শাখা কমিটির পক্ষে উক্ত সদস্য সুপারিশ করতে পারবেন। খুলনা এবং সিলেট বিভাগ ব্যতীত ঢাকার বাইরে অন্যান্য স্থানের ক্ষেত্রে উক্ত স্থানে যদি বিসিএস-এর কোন সক্রিয় সদস্য থাকে তবে আবেদনকারী কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পর্কে টেলিফোনে বিসিএস সদস্য কোম্পানির মতামত গ্রহণ করতে হবে। উক্ত স্থানে যদি বিসিএস-এর কোন সক্রিয় সদস্য না থাকে তবে সদস্যপদ উপ-কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮. সমিতির সদস্য তালিকায় একই ব্যক্তি একাধিক কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ থাকলে এ ব্যাপারে সমপর্যায়ের সংগঠনগুলোতে কী নীতিমালা রয়েছে তার খোঁজ-খবর নেবার জন্য উপ-কমিটির পক্ষ থেকে সমিতি'র সচিব ও চীফ্ অপারেটিং অফিসার বীরেন্দ্র নাথ অধিকারীকে দায়িত্ব দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি এ বিষয়ে সদস্যপদ উপ-কমিটির নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৯. এখন থেকে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য কোন কোম্পানির সদস্যপদ আবেদনপত্রে প্রস্তাবক অথবা সমর্থক হিসেবে স্বাক্ষর করতে পারবেন না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কাজী আশরাফুল আলম
চেয়ারম্যান
সদস্যপদ উপ-কমিটি